ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

অক্টোবর ২০০৫

সম্পাদক - পরিতোষ মাহাত

অরণ্যালোক

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

তৃতীয় বর্ষ ❋ প্রথম সংখ্যা ❋ অক্টোবর ২০০৫

সম্পাদক ঃ

শ্রী পরিতোষ মাহাত

এম. এ. (গোল্ড মেডেলিষ্ট)

(প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর)

সম্পাদনা সহায়তা ঃ

অমিয় মাহাত, লক্ষ্মীকান্ত মাহাত, দুলাল চন্দ্র মাহাত

সম্পাদকীয় দপ্তর ও প্রকাশস্থান

'বনবীথি'
গ্রাম - জারুলিয়া
ডাকঘর -বিরিহাঁড়ি, থানা -ঝাড়গ্রাম
জেলা -পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১৫০৭ (পঃ বঃ)

৩৩৯/১০,
কলেজ মোড়, রঘুনাথপুর
ঝাড়গ্রাম, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর
ডাকসূচক -৭২১৫০৭ (পঃ বঃ)

সম্পাদক - পরিতোষ মাহাত

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ - পরিতোষ মাহাত

মুদ্রক - XYZ Printing Works.

সহায়তা - পনেরো টাকা মাত্র

সূচীপত্র

।। সম্পাদকীয় ।।

"অরণ্যলোকে"-র বর্তমান সংখ্যায় কিছু রচনা প্রকাশিত হচ্ছে — যার ভাষা আঞ্চলিক । কথাটা সঠিক কি হবে, আঞ্চলিক বাংলা ভাষা নাকি বাংলার আঞ্চলিক ভাষা? আঞ্চলিক ভাষা ? সেটা আবার কি? 'বাংলা' নিজেই তো একটা আঞ্চলিক ভাষা (Regional Language) ! আসলে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় অঞ্চলভেদে বাংলা ভাষার আঞ্চলিক রূপ ভিন্ন ভিন্ন । এটা সহজেই পরিস্কারভাবে ধরা পড়ে আমরা যখনই ক্ষেত্র-সমীক্ষা (Field survey) করতে বের হই এবং নানা আঞ্চলিক বাংলা ভাষার মুখোমুখি হই । আঞ্চলিক বাংলা হল বাংলাদেশের (পূর্ব ও পশ্চিম) এক এক অঞ্চলে প্রচলিত এক এক ধরণের কথ্য ভাষা (Dialect) । বাংলার উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে যেখানেই যাই সেখানেই কথ্য ভাষার রূপ ও রীতি, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ। সাধারনত এগুলোকেই বাংলার 'উপভাষা' বলা হয় । কিন্তু কারো কারো আবার 'উপ' উপসর্গ ব্যবহারে আপত্তি । যেহেতু স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ তাই স্বাধীন, স্বতন্ত্র । সত্যিই কি তাই? সমীক্ষায় দেখা গেছে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমানের পশ্চিম অংশ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের কথ্য ভাষা হলো আমাদের এই আলোচ্য ভাষা । মূলত কুর্মি, মাহাত সম্প্রদায়ের ভাষা বলে একে কুর্মালি বা কুড়মালী ভাষাও বলে থাকেন কেউ কেউ । কিন্তু এটা খাঁটি কুড়মালী ভাষা নয় । এমন মন্তব্য করেছেন 'লোকসংস্কৃতি মানভূম' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী ভরত চন্দ্র মাহাতো এবং লোককবি ভবতোষ শতপথী । পুরুলিয়া জেলার উত্তরাংশের কোন কোন অঞ্চলে, ছোট নাগপুরের অর্ন্তগত হাজারিবাগ জেলায় এবং রাঁচি জেলার পাঁচ পরগনায় (বুনডু, সিল্লি, রাহে, বরাম্‌দে, তামাড়) কুড়মালী ভাষা প্রচলিত । একে নাগপুরিয়া বা সাদানি নামেও অভিহিত করা হয়। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন একে খোট্টা বাঙলা নামে চিহ্নিত করেছিলেন। এই তথ্য জানিয়েছেন ড. সুধীর কুমার করণ (দ্র. 'সীমান্ত বাঙলার লোকযান') । ড. করণ বাংলার আলোচ্য উপভাষাকে 'সীমান্ত রাঢ়ী বাঙলা' নাম দিয়েছেন । তবে কি এটা বাংলার নয়, কুড়মালীর উপভাষা?

এদিকে, ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে, এটি ঝাড়খন্ডী উপভাষা । তিনি অবশ্য ঝাড়খন্ডী উপভাষাগুচ্ছকে তিনটি প্রধান স্তবকে বিভক্ত করেছেন । তিনি বলেছেন, "মেদিনীপুরের পশ্চিমপ্রান্তের ধলভূমের এবং মানভূমের কথ্যভাষাগুলিকে কেন্দ্রীয় ঝাড়খন্ডী বলা যায় ।" ("ভাষার ইতিবৃত্ত" / ২য় আনন্দ সংস্করণ - '৯৪; পৃঃ ১৪৯)। অনেকে এ প্রসঙ্গে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা তুলেছেন । তাঁর রচিত 'The O. D. B. L.' বা 'বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে' গ্রন্থের কথা স্মরণ করতে চান । 'চৈত্র সংক্রান্তি' ১৩৭৯, ১৩ই

এপ্রিল ১৯৭৩ সালে ঝাড়গ্রামে প্রদত্ত ভাষণে সুনীতিবাবু এই ভাষাকেই 'South-western Bengali' বা 'দক্ষিণ পশ্চিম বাঙ্গলা' বলেছেন । তিনি এ-ও বলেছেন, "মনে হয়, এই উপভাষা স্বতন্ত্রভাবেই উদ্ভূত হইয়াছে — একদিকে বাঙ্গলা-অসমীয়া, অন্যদিকে উড়িয়া, এই দুইয়ের একটিরও অর্ন্তভুক্ত ইহাকে বলা যায় না । মেদিনীপুরের এই স্বতন্ত্র কথ্য ভাষার কোনও প্রতিষ্ঠিত নাম নাই।" (দ্র. 'বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে') । তিনি একে সুহ্ম বা সুহ্মক বাঙ্গলা নাম দিয়েছেন ।

যাইহোক, নাম নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকেরা যে যাই বলুন না কেন, দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য এই লোকভাষায় অজস্র ঝুমুর গান রচিত হয়েছে । সম্প্রতি এই ভাষায় কবিতা, গল্প, নাটক প্রভৃতি সাহিত্য রচিত হচ্ছে। এমন কি, সিনেমাতেও এই ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । এটা খুবই আশার কথা ।

'অরণ্যলোকে'র বিগত সংখ্যাগুলোর মতো এই সংখ্যাটিও আপনাদের কাছে সমাদৃত হবে— এই আশা রাখছি ।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনসহ—

শ্রী পরিতোষ মাহাত
সম্পাদক (অরণ্যলোক)

অরণ্যলোক সাহিত্য পত্রিকা ...

'মন জুড়িয়ে চলে না, মনকে জাগায় ;
মনকে ভোলায় না, মন দোলায়।'

- লেখা পাঠাতে হলে সাদা কাগজে পরিষ্কার ভাবে পাতার একদিকে লিখুন । শেষে নিজের নাম, ঠিকানা, অবশ্যই দেবেন। লেখার জেরক্স পাঠাবেন না । অন্যের লেখা বা অন্যত্র প্রকাশিত লেখা কখনোই পাঠাবেন না । আপনার মৌলিক রচনাটিই পত্রিকা দপ্তরে পাঠান ।
- বাংলার উপভাষা বা লোকভাষার রচনা এবং লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয় ।
- আপনার প্রকাশিত / সম্পাদিত গ্রন্থ বা পত্রিকার পর্যালোচনা করাতে চাইলে দু'কপি করে গ্রন্থ বা পত্রিকা পাঠান ।
- "অরণ্যলোক" পত্রিকা পড়ুন, পড়ান । মতামত জানান।

সম্পাদক
অরণ্যলোক

কবিতাগুচ্ছ এক

শিল্পের সাথে দেখা

দেবাশিস গোস্বামী

হঠাৎ সেদিন তোমার সাথে
হঠাৎ আমার দেখা
হঠাৎ সেদিন হোল যেন
শাঁখামুটি চিতির বিষে
কবিতা পড়তে শেখা ।

এমনি করে হোত যদি
হঠাৎ হঠাৎ দেখা
এই বয়সেও হোত আবার
যৌনকর্মীর আকাশ ছোঁয়ায়
গল্প লেখা শেখা ।

এমনি করে হোত যদি
এমনি হঠাৎ দেখা
ফিরে পেতাম কিশোর বয়স
আগুন নিয়ে খেলতে খেলতে
হতাম অগ্নি শিখা ।

একটি দিন হোত যদি এমনি প্রতিদিন
প্রতিদিনই পেতাম যদি
এমনি হঠাৎ দেখা
চপ্পলের ছেঁড়া ফিতায় সেফ্‌টিপিন এঁটে
শিল্পবোধের মুন্ডুটাকে
দিতাম ঘেচাং কেটে
তারপরেও হোত যদি
হোত হঠাৎ দেখা
চাঁদমারির মাঠে তখন
পালিয়ে যেতাম একা ।

নীল যমুনা

সৌমেন সাউ

এখন কৃষ্ণপক্ষ শেষ
আমার যা কিছু সব তোকেই দিয়েছি
সাক্ষী কেউ নেই, এ জীবনে
সাক্ষীর সাথে তো কভু গাঁটছড়া বাঁধিনি
গায়ে ঝুলকালি নিয়ে একাকী আমি
সংগৃহীত অক্ষর আগলে বসে আছি ।
কে বলবে ? তুই ? নে শুরু কর
আলমারির বইগুলো আমার চোখ থেকে চোখ তুলে
দরজার দিকে তাকিয়ে আছে
কী বললি ?
একপাতা খাল এঁকেছিস !
একপাতা পাখি ! আকাশ ...!

শুনশান দ্বিপ্রহর
বাড়িওয়ালার কণ্ঠে মা পা নি ধা নি ... শুনে
কার্নিশে বসা তিনটি দুপুর চরা পাখি ঝগড়া করে
আমার জন্য ভাবিস না, নে, শুরু কর
কথা দিলাম কথার হেরফের হবে না
কান্ড চিনিস, পাতা চিনিস, ফল চিনিস না
ধ্যুৎ —!
অনুবাদে কি ধরা যায় নীল যমুনা ?

দিনলিপি

শ্রী শুভেন্দু দোলাই

তুই বাঁধন দিস, দৃঢ়
সমস্ত সঙ্কল্প যেন উধাও পাখির ডিম,
যে চোখ ফুটলেই; উড়ে যাবে
ডানা মেলে —

তুই গড়েছিস নিরন্তর এমন ঘূর্ণতা,
'বিবর্তনে —'
পাখি আর ডিম;
সেও তো হাওয়া আর গভীর অরণ্যের ।

নবরূপ

জীবন দাস মাহাত

গ্রীষ্মের রুক্ষতা কাটিয়ে কদম কদম পায়ে
হেটে চলেছে নীল আকাশে
বর্ষা সুন্দরী ।

বর্ষা আমাকে —
কোনদিন হাত নেড়ে বিদায় জানাবে না !
বর্ষা এখন শরতের পরশ নিয়ে
সোনা ঝরা বিকেলে কুন্তল এলায়িত করে
সমুদ্রের ধারে বসে আছে —
হেমন্তের স্পর্শের অপেক্ষায় ।
হেমন্ত কুয়াশার মধ্যে এলো,
কোনদিকে না তাকিয়েই অভিমান করে চলে গেল ।
কিছুক্ষণ পর শীতার্ত তৃষ্ণা নিয়ে
শীতও এসেছিল, হিম শীতল পরশ নেব বলে
প্রতীক্ষাও করেছিল
অভিমানও করেছিল
ভালোও বেসেছিল;
বসন্তের আগমনে, নতুনের আহ্বানে
প্রকৃতির ক্ষুদ্র কণিকা আজ নব বধু হয়ে
মহুয়ার গন্ধে মাতোয়ারা ।

যখন যেমন

তাপস ষড়ংগী

ডাইনে হাঁটি,
বাঁয়ে হাঁটি,
পা ফেলার জায়গা
কোথায় ?
খানা-খন্দ কোথায় আছে —
আলো জ্বালিয়ে দেখি,
তবুও সেই
খন্দেই পড়ি ।
আলো আঁধারে হাঁতড়াই
গন্তব্যস্থল —
এখানে-ওখানে,
সরীসৃপের মতো।
একটা সোজা রাস্তা ,
খোঁজার অহেতুক
পারিশ্রমিক দিতে দিতে —
কখন যেন ভুলে গেছি,
কোনও রাস্তাই আসলে
সোজা নয় ।।

নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা

দুলাল চন্দ্র মাহাত

লক্ — আপ্-এর ভিতর,
অর্ধোন্মাদ কণ্ঠে শোনা যায় :—
হ্যালো, হ্যালো, ডাক্তারবাবু আমাকে বাঁচান,
আমার বুকের ভিতর কেউ আড়ি পেতে আছে !
জং ধরা মুড়ির টিন তাক্ থেকে নামিয়ে ঝাঁকি দিতেই
তলানির বালি খস খস শব্দে জানান দেয় —
সারা জীবন প্রচুর অনিয়ম
কলকি পেনের মতো :-
ক্ষয়াটে চেহারায়—
আজন্ম লালিত স্নায়ু চাপে ছিটগ্রস্ত, রুগ্ন ও কর্কশ
জলস্রোতের মতো হঠাৎ একটা ব্যথা উঠছে,
মনে হয় গ্যাস অম্বলের বাড়াবাড়ি ।
কাঁপন বুকের নীচে নাভি তটে তিরতির স্রোতে
ঘিরে আছে অভিমান ব্যাকুলতা ।
পেনকিলারেও ঢেউয়ের অভিঘাত
চেপে রাখতে পারে না ।
তারপর শরীরে জোছনাবাহ জালক বিন্যাসে,
কাটা পাঁঠার মতো খ্যাপ্লা যন্ত্রণা
মধ্যরাতে জেগে উঠল ।
ভোর হতে না হতেই
সাড়ে আটশো স্কোয়ার ফিটের যন্ত্রণা
চষে বেড়াচ্ছে এদিক - ওদিক,
কয়েক বছর ... কয়েক দিন ... সমস্ত জীবন ।

দুটি কবিতা

শ্রীপমা

(১)

লিপস্টিকে ছুঁয়ে আছে এখনো এক ভোরের শিশির
ক্যাডবেরিজের গন্ধ ভরা
তরুনী আজ ঘুমিয়ে আছে সঙ্গীহারা ।
সমাপ্তি আজ অন্ধগলির বদ্ধ হাওয়ার অমানিশির !
আজো তোমার দুঃসহতম নীরবতা
এই কি তোমার মৌলিকতা
ব্যক্তিত্ব, স্বকীয়তা ?
এই কি তোমার কথা রাখা !
নাকি কেবল সবুজ রক্তের হৃদয় খনন
মিছিমিছিই আবির মাখা !
বদ্ধ গলির অন্ধ হাওয়ায় আজো একা
তোমার জন্যে আজো আমি কানা মাছি
স্বপ্ন- আশার তেপান্তরে পাবো দেখা
তোমারি পথ চেয়ে আজো বসে আছি ।

(২)

একটা গোলাপ উপড়ে দেওয়া যেতে পারে তোমাকে
প্রাক্-মধ্যাহ্নে;
অথবা একরাশ রজনীগন্ধা ঃ সায়াহ্নে।
যে ভালোবাসা হৃদয়- নিঙড়ানো
কামনায় শারীরিক
আন্তরিকতার সুতো দিয়ে বোনা প্রেম-কার্পেট
হয়তো বা কিছুটা যান্ত্রিক ।
তবু, তোমার জন্যে বড় জোর
হৃদয়-সাগরে আনতে পারি জোয়ার ।
খুব জোর ঝাড়গ্রাম, শালবন
এবং তারপর ?
তুমি তো জ্যোৎস্না, ভাসাবে জগৎ বহ্নিতে, বন্যায়
নীচে আমি ধূ ধূ বালুচর ।

নীল আকাশের একতারায় গীতসুধা মাখা
দুষ্টু প্রজাপতির মিষ্টি ডানায় রামধনু আঁকা
খেয়ালী কবি চৈতালীর কবিতা —

তুমি আছো

পিতার মতোই স্নেহ দিয়েছো
মায়ের মতোই অশ্রু দিয়েছো মুছে ।
আর তাই আরো বেশী
অশ্রুসিক্ত হই ।
বলো, 'সব মনে রাখতে নেই,
কষ্ট পাবে
ভুলে যেয়ো ।'
সবাই হয়তো ভুলে যাবে ।
যে তোমার মুখের কথাকে
মায়ামন্ত্রের মতো মনে রাখে
সে তোমায় ভুলে যাবে ?
তুমিই সাহিত্যে সঙ্গীতে,
গোলাপের ঝরে যাওয়া
প্রতিটি পাপড়িতে
তুমি।
তোমায় পেয়েছি তোমার
বাঁশীর সুরে ।
বিকেল বেলার পড়ন্ত রোদে,
চৈত্রের প্রখর রোদে,
শ্রাবণের বৃষ্টি আর বৃষ্টির ধারায় ।
তোমার জয় হোক—
নিখিলের মাঝে।
বন্ধন মাঝে মুক্তির জীবনানন্দ ।
তুমি আছো —
বসন্তে আমের মুকুলে
কৃষ্ণচূড়ার ডালে,
মহুয়া ফুলের
আমেজ ভরানো গন্ধে ।

ধূলোমুঠি সোনা

পৌলোমী মাহাতো

শিকড় জুড়ে ছড়িয়ে ওঠে ঘ্রাণ
অনন্ত - অম্লান
প্রতিটি প্রশাখা ছুঁয়ে আলোর সম্মান
সজীব পল্লবের আলপনায় উঁকি মারে
প্রথম কোরক
তুলে নাও নির্মল নির্যাস
তোমার জন্যে বিশুদ্ধ রোদ্দুর
তোমার জন্যে অরণ্য মর্মর
বাকিটুকু
তোলা থাক
বিচ্ছিন্ন জীবনের বন্ধ অধ্যায়ে
সেটা এক ব্যর্থ বিড়ম্বনা
আমি রেখেছি
গোপন অন্ধকার
তোমার জন্যে ধূলোমুঠি সোনা

বিশেষ নিবন্ধ

শিষ্ট সাহিত্য বনাম লোক সাহিত্য এবং ...

বেইমানির দাপট যেন ঝুমুর জীবনের এক একটা গলার ফাঁস

সমীর মাহাতো

ধম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের অশ্বথামা ... ইতি গজর মত ঝাড়গ্রামের ঝুমুর জগতে বেইমানির দাপট ষোল আনা শেকড় গেড়েছে । ফলে এই লোক সংস্কৃতিটির উপর যে যেমন পারছে একটা মজা লুটার আখড়া বানিয়েছে । কষ্ট হলেও অনেক 'মদ না রাম খেয়েছি' ব্যক্তি এ কথা অবসরে খেলু চুলকে স্বীকার করবেন । নিছক রং তামাসা দিয়ে তো আর ঝুমুরের সামগ্রিকতা বিচার করা যায় না । আমরা দিনকানা হয়ে এই সস্তার ধিনি তাক্ দেখছি বলেই ঝুমুর আজ সস্তার । দেখা গেছে, যা ঝুমুর নয় তাকেও ঝুমুর বলে ফায়দা তুলছে যারা তাদের পায়ে নমঃ নমঃ করে 'শিল্পী' সাজার হিড়িক জমেছে ইদানিং । ঝুমুরের নিজস্বতা নিয়ে এই পত্রিকাতেই আমি আগে লিখেছি । নিন্দুকেরা ফোঁস তুললেও কোন যায় আসে না । অনেকেই শুনে থাকবেনরিম্পা দেব সম্ভবত 'বাঁশরী' ক্যাসেটে তোরা কে কে যাবি আই ... আমার বঁধু আসার কথা ছিল টাটার নকালে' একটি গান গেয়েছেন । এই গানকে কি ভাবে ঝুমুর বলা যায় !! ? তো বাপধন গান গেয়ে ক্যালি অর্জনের ভিন্ন জায়গা রয়েছে, ঝুমুর নামক পবিত্র স্টলে দাড়ি কামিয়ে হিজড়ে সাজবার অত পুলক কিসের । এ তো এক ধরনের সাচ্চা বেইমানি । নজরুল যদি এ সময় ঝাড়গ্রামের পিঁদাড়ে কুলি খাটতে আসতেন তা হলে লিখেই ফেলতেন "রিম্পা দেব এসে চড়িল তাহাতে ঝুমুর পড়িল তলে"। এড়ি উচিয়ে বড় হওয়ার মিথ্যা সখ এ রকম বহু রয়েছে । আমাদের পুন্না মানুষেরা এই শ্রেণীর মাতব্বরদের কি বলত জানেন "বেটার ঢাল তর্যাইল নাই আইড়ামো করতে চৈল্যে আইসেছ্যে গবেষকদের হায়রানি কমাতে বলি।" এড়ো কে গদা কুড়মালীতে আইড়া বলি । গবেষক প্রসঙ্গ আসতেই একটা ভিন্ন গোছের তামাম বেইমানির কথা মনে হল। পাঠক বন্ধুদের নিশ্চয় মনে আছে গত পৌষ সংক্রান্তি (১৪১২)র আগের দিনে আনন্দ বাজার পত্রিকায় এক টুসু সংক্রান্ত খবরে গবেষক লক্ষণ রায়ের নাম পাই । উনি বলেছেন তুঁষ থেকে টুসুর জন্ম । দুঃখের বিষয় সারা ঝাড়গ্রাম হাঁতড়ে লক্ষণ রায় নামক কোন গবেষক খুঁজে পাইনি । এ তবে কোন লক্ষণ! যদি ধর লক্ষণ, কুলক্ষণ, অলক্ষণ ধারে কাছে কেউ আছেন তা হলে বলি, একটা সর্বভারতীয় দৈনিকে আপনি যে তুঁষ থেকে টুসুর'র কথা বলে ডাহা প্যাঁদা গবেষক বনেছেন আসল গবেষকরা তা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অট্টহাসি হাসবেন । বহু আগে একটা ঝুমুর গান শুনেছিলাম —

''মরার আগে হরি নাম কে আলিয়ে শুনাতে / তুই রাম আলি ন লক্ষ্মণ আলি দেন টুকু চুম খাতে ।'' এলাকার মিডিয়া মহলের বেশির ভাগ বন্ধুদের সঙ্গে আমার দোস্তিপনা আছে। আমাদের সাংবাদিক মহলে যে লক্ষ্মণ রায় আছেন তিনি স্থানীয় একটি সাপ্তাহিকের সাংবাদিক। তো 'বড়' সাংবাদিকদের পেছনে ঘুরলেই যদি গবেষক তকমা পাওয়া যায় , তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে ডক্টরেট করার কি দরকার আছে ? দু-চারটে লোক বিষয়ক লেখা লিখে যদি সর্বভারতীয় কাগজে গবেষক উপাধি পাওয়া যায় তখন ভাবতেই হয় এ ব্যাটারা ঝাড়গ্রামের পবিত্র কুমার। এ তো একধরনের প্রতারণার বেইমানি ! কেউই চাই না এই ধরনের নকল গবেষকেরা লোক মানুষের সৃজনের জটা ধরে ভেলকি নাচ নাচাক।

যে কোন এক শিল্পীর আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে লেখক, সুরকার, প্রকাশকের ভূমিকা এসে পড়ে । এ ক্ষেত্রে কিছু বেইমানির দৃষ্টান্ত, একদা ঝুমুর শিল্পী বিকাশ মাহাত এবং কুমকুম মাহাতর 'বিহার নাম কৈরনা' গানটা একটু সুর পাল্টে অঞ্জলী মাহাত তার নকল করে তার শিল্পত্বের গ্ল্যামার বাড়ালেন । কিম্বা 'কিয়া ফুল কবে ফুইট্‌বেক কে জানে ?' ভবতোষ শতপথীর 'এক কুড়ি ঝুম্যইর' মহামান্য এই গানকে অপভ্রংশ করে অন্য লেখকের নামে পুর্নিমা মাহাত কি করে গাইলেন? আসলে আমরা কেউই শ্রীকৃষ্ণ নই যে দৈব শাড়ি দিয়ে ঝুমুরের বস্ত্র হরণের পালা থেকে তাকে রক্ষা করব ।এ জন্য আপামর ঝুম্যইরাকেই ঠ্যাঙামুখি হতে হবে। যতই বেটার বিহা দি, আর বিটির বেহা দি অন্ততঃ কলকাতার সাথে কুটমালি পাতানো সম্ভব নয় বরং প্রকাশকদের কাছ থেকে যে ঝুমুর শিল্পীরা অচ্ছুৎ তাদের আঁতুড় ঘরে গিয়ে অকাল মৃত্যুর খবরটা নিতে হবে । 'মাথায় ছোট বহরে বড়দের ধান্দাবাজীর ধোপা নাপিত উদ্ধারের জন্য সবাইকে জুমঢ়ামুখি হতে হবে। *(বাকিটা আগামী সংখ্যায়)*

লেখক, পেশায় সাংবাদিক

সারহুল

শ্রী দেবব্রত মাহাত (দেবু)

ঘরে ঘরে হাঁইড়া রশি
মহকিছে তিন বেলা
লজকাঁয় আইল সারহুল পরব
কঁচলি শাল পালহা ।
লায়ার বহুয় সিনাঁয় নাহাঁয়
ঢেকিয়ে কুটছে গুঁড়ি
পিঁদাড় গড়ায় সেরেঞ গাহছে
অথরবঅ্ বুঢ়ি ।।
দাড়গু হাড়াম চুল চিকনাঁয়
ফুল গুঁজেছে মুড়ে
তুরু রুরু বাজায় বাঁশি
ভাভরি হিপি লাড়েঁ ।।
রেঁচা খুটায় মুইড়া সাঁইধাল
চিহড়িছে ঘুঁসুর ছানা
মায় বহিনে ডাঁইড় ধরেঁ
গাহছে তাঁহা রেতা না না ।
মাটি আখড়াঁয় ঝুঁইপছে ঝুঁপার
টাঁগি ধরেঁ হাতে
বাঁহি কুসতাঁয় গুইড়ছে টামাক (ধমসা)
কুল কুলি দিতে দিতে ।।
শালয় ফুল হিলছে খঁপায়
গুঁজা তারা কাঁটা
সারুলের সেরেঞ রকতে বহে
নাচছে মায় বেটা ।

বের্‌হন

তাপস মাহাত

বেলা উঠায় কামে যাঁঞে
বেলাআ ডুবায় ঘুরিই,
বেটাআ বিটি বহু হামিই
সঁগেএ শাহড়ী বুড়িই ।

অধন পড়ে নাঞ ভাত হাঁড়িঞে
টাঁগাঞ আছে হাঁড়িঞ,
দিন চারেকের বেরহন ধান
ঢেঁকিই আর কাঁড়িঞ ।

ইড়রাঞ ইড়রাঞ ভালেএ ছানাঞ
উসকাছে মাঞে ধান,
ভখে শ্বসে ছানাপুনার
বিসপিতা জাহান।

ভাদর মাসের ভাইদরাটানে
আধপেইটাআ ছানাটাআ
কাঁদেঞে কাওঠাই ঘুমায়ছে
ঢাকাঞ দে কাঁথাটা ।
ডেলি খাটা তিন পাই ধানে
দিন চলে নাই আর,
বেরহন ইবার বাড়াতে হবেক
নাইলে নাই খাইবি আর

বাজার গেলে লগদ টাকা
গাঁইঠাই আইনব ঘরেএ,
বহু বিটি ছানা পুনার
দুখ ঘুচাব সংসারে ।

চিনতে নাই পারেঞ

সুভাষ মাহাত

চুনি, সেই যে আসছি বলেঞ চলেঞ গেলিস,
আর তো ঘুরেঞ আলিস নাই।
তাইলে কি তুঁই আসেঁঞ ছিলিস ঘুমের ঘোরে ?
আর ঘুম ভাঁগতে চলেঞ গেলিস সরগের দেশে ।
যাবার আগে একটা কথাই বলেঞ গেলিস,
আইসব যখন যেমন তখন তেমন হয়েঞ।

চুনি তাইলে কি তুঁই আসেঞে ছিলিস বৈশাখ জেষ্ঠির
খরা হয়েঞে ?
চিনতে নাই পারেঞ খেদেঞছি পাগড়ি মাথায় বাঁধেঞ ।
তাইলে কি তুঁই আসেঞে ঝরেঞে ছিলিস আষাঢ় শ্রাবণের বর্ষা হয়েঞে ?
চিনতে নাই পারেঞ খেদেছি ঘঙ্ ঢাকা নিয়ে ।
তাইলে কি তুঁই আসেঞ ছিলিস ভাদর আশিনের আকাল হয়েঞে ?
চিনতে নাই পারেঞ খেদেঞছি গুঁদলি সিঝা খাঁয়েঞে ।
তাইলে কি তুঁই আসেঞ দাঁড়ায় ছিলিস মাইসর পোষের পাকা ধান হয়েঞে ?
চিনতে নাই পারেঞে কাটেঞে ফেলাঞছি ভতটা দা দিয়েঞ।
তাইলে কি তুঁই আসেঞ চিটাঞ যাথিস মাঘ-ফাল্গুনের কন্‌কইনা জাড় হয়েঞে ?
চিনতে নাই পারেঞ খেদেঞছি কুটি খড় বিছাঞ ছিঁড়া কাঁথা ঢাকা নিয়ে ।
তাইলে কিতুঁই আসেঞে ডাকেঞে ছিলিস ফাগুন-চৈতের কুইলি হয়েঞ ?
চিনতে নাই পারেঞে খেঁদেঞেছি বাটুল মারেঞে
চুনি, চিনতে নাই পারেঞে যঁদি, খেঁদেঞই থাকি তকে তবে ক্ষ্যেমা করিস হামকে ।
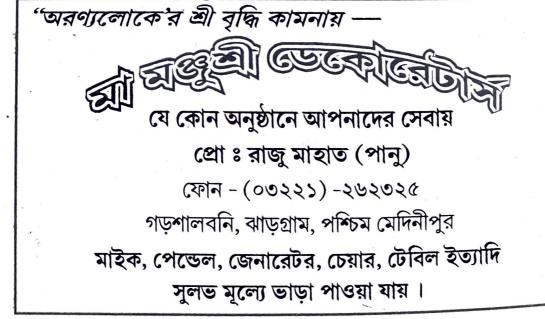
আঁগুন খাবা ছানা

সুশান্ত কুমার মাহাত

যে আগুন খাবেক
সে আংরা হাইগ্‌বেক
ইটা ঠিক কথায় বঠে,
তবে আগুন খাতে হলে
কইলজাটার জোর দরকার
নাইলেই বিপদ ঘটে ।

সুভাষ-ক্ষুদিরাম-মাষ্টারদা
আরঅ কত দামাল ছানা
একদিন আঁগুন খায়ে ছিল;
হজমঅ করঞে ছিল,
তবেই ন ইংরেজরা
অরাকে সাঁতায় ছিল ।

মাইরি মিছা বলি নাই ইংরেজ বাবুগুলার কাছে
ঢেইর দাম ছিল ওদের রকত চাম,
তবেই ন দেখছিস নাই
এখনঅ নেতা বাবুদের কাছে
নেতাজীর ছাইটারঅ (?) কত দাম ।

দেশটার চাইর ধারে এখনঅ
অনেক আঁগুন জৈলছে
দাউ দাউ করঞে,
ই আঁগুন নিভাতেই হবেক
নাইলে কারঅ রৈক্ষা নাই ।
আইজ আঁগুন খায়া ছানা দরকার ঘরে ঘরে ।

দিনখাটা

জয়কৃষ্ণ মাহাত

(ঝাড়খন্ড, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার
সুবিখ্যাত ঢোল বাদক)

সকালে দুটা মুনিষ লাগেঁছে —
সইরাছে ভাঙ্গা বেদাড়
হাসি গাইটা চরেঁ আইসছে
হামলাছে বাছুর আদাড় ।

সাত সকালে বাসি ভাথ
খাছি নুন লংকা দিঞে
খাঞে উঠে দকতা মুলি
গরু যায় নিঞে

তর গিরহায় কি খাতে দেয় নাঞ
পড়েঁ যাছে কমর দড়ি
ফুটানিবাইজরা ফুটানি করে—
হাথে বাঁধে হাথ ঘড়ি ।
আঁইড়া বেটা কাড়া ছানা
কালি রামের বেটা
গরাম থানে গরাম পূজা
কাইটছে ছাগল পাঁঠা ।

গুঠুলে সাজেঁ চুন দকতা
বাবুরায় খাছে —
ভাদর মাসে ভাইদরা মরা —
যেমন আইশনা টান ।

" কুবু কুবু ডহরু চ "

অমিঅ মাহাত

মুইড়াটা উঁচাইস না । গুঁইজায় চুইটায়ঁ-র । নাহইলে পইন্যা পইড়বেক । বইনারা ঘাইনায় দিবেক । কাইলা খইড়্যা পাহুড় । মাহুরদের মাহরাং আর চইলবেক নাই । বরাভুঁয়ারা বরহার লেখেন ন্যাজ গুইড়াঞ পালাঞ দে । শুঁড়রাবি নাই । আর বেশিকে বেশি আঁড়রাবি নায়। আঁইড়ার কাঁইড়ার শেষ পাটনটা খাঁইড়ায় জইড়াঞ যাবি। মু করবি নাই ।। হড়হড়াঞ হড়কাঞ দিলে থ পাবি নাই । বহু ছানা ডাব-ডুবাইবেক । ক্যাঁকলাসের দৌড় বারুন মুড়া, ভখে ঘুমালি ত কার কি হবেক । পেট ভাথালি পেট ভাথাবেক আর ঢড়া ভাথাবেক । চাকড়ায় হাইগলে যমে ছাইড়বেক নাই। খুখড়া ঢাইড়ের লেখেন ঘন্যায় যাবিস । শাঁড়ার সঙ্গে শাঁড়া লাইগবেক আর কাইৎকাররা- মদ মাস উড়াবেক, আর হাহাইল দিবেক । রকতের বান বহইবেক । পাহুড় ছটপটাবেক । হাউসিরা হাঁওঠাঞ যাবেক । ফেড়ু লিবেক চেউড়াঞ । চিচরা গালে নিস্তার নাই সবাই কালা হঞে গেছে কনই দেইখতে পাছে না কঁকা হঞে বইলতে পারে নাই আওধাঁয় গেছে সকইল । জামাই বিটির জন্যে জাহান দিল বিটির বেইজ্জত হইল। কিছু বলবি নাই চুপ থাক । না হলে সাইধাঞ যাবি শালতলে । পেদান খাঞে বেদাড় টাড়ে লুকালেও ছাইড়বেক নাই । চিকন হালি পাত কাইলা হলেও, গরু কাড়া কাইলা হাঁগে মরেঁ গেলেও গোল করবি নাই বাবু বটে । বেশী আঁঢ়রাস না, ই সোব চইলবেক নাই বুঁড়া পুরকা কইথ ঝাঁপাইথ লাফাইথ চেঁচায়থ । ভেভায়থ । ইগলা নকি ইসকৈল লহে । ঝুম ঝুম ঝুমকা চইলবেক নাই । বিন কাপড়েই ঢেং ঢেইঙ্গ । অরহা নাকি আগদহলি বটে তরহা পেউছাঞ গেছিস। পেছুই পড়েঁ রইলে হবেক নাই ধব পেট আর লাইভুকু ঝলকাতে হবেক আর মলকাতে হবে। লিলজ ভেটর উদুকখুইলা হলেই খলখলাঞ যাবি বহির জলে । আড় খ্যামতার উঠিনে খ্যামতা নাই । চিকন লহিস ন খর খইসা চইলবেক নাই অরহা ঢ্যামনা চইক চইকা। সুখ দুঃখের ভাদইরা আড়ইয়া, বাড়ইয়া ঝিঙ্গাফুইলা নাই হে । শিমুলফুইলা দরকার বলিস না হামারটা বঠে। আইনে আইনাহাই বইলছে । আইড়ালোও চাষ কইরতে পাবিস নাই । ঢড়া নাহখ দুটি মাছ লিবিস । গটা দুইনাটায় নাকি তিন ভাগ জলত গেল কুথা, ভাসাঞ গেল জয়ারে তাও দুটা লুলিঅ নাই । সাধে কি বিলায় গাছে বনে ছুইটছে । আনখায় কুকুর গিলায় রেগদাছে । ভখে থাইকলোও বলবি নাই ভবাছে । অষধ নাই । কনই নাই । কুমকুমাঞ ঘুমাঞ যা, রা কাড়িস না অরহা শুইনতে পাবেক । মুইড়াটা উচাঁইস না। কুচাঞ যাবেক। মাপের কুলুকের মাপের খাড়ি দরকার । দমে ভুলুক আছে গলুক আর নাই গলুক, চলুক চলুক কতধূর চলে ।

কাঁথ ফাটাতে ত পাইরব নাই তখন কি হবেক । তেল চিকনায় কতদিন পিছিল থাইকবেক । চিড়িক ফাট হয়ে গেলে পড়পড়াবেক । ভথাড়কে শিলাঞ চিকন কইরতে হবে হে গাড়র ভেড়ার লেখেন ইড়কিবি একেই সঝা, ভেঁইড়কালদের ঠেঙ্গায় নকি সুই থাকে। সনসনায় বাতাস দিলে জইড়পাত । পাটা জাইগছে শিয়ালে। ঢঁড় ধড় ফড়াস না। হঁইড়কে যাবিস। মাছ খাঞে পইডকেছিস, পইড়ায় বাহেঞ ছইড়াঞ দিলে হবেক নাই বতরাতে হবেক । মেঘ মাস আলে বতরিবেক । পুড়ায় পং বাইরকাইস না, পাখলাঞ পাকাল হোক । ইটা উটা সেইটাকে সটকাঞ দিতে হবেক । বাইঢ়ালি কইরলে ভড়ভড়া করাতে হবেক সবুর কর বতর আইসতে দে । হড়বড়াস না । উঁচালে কুঁচাঞ যাবি । সইদদম কুবু কুবু ডহরু চ—।

ঝুমুর গান

শ্রী তপন মাহাত (তপু)

প্রথম দেখার ভালবাসা
(তাই) তর কথায় পড়ে মনে ।
ভালোবাসেঞছিরে বন্ধু গোপনে গোপনে ।...
মন মাতেঞছে বন্ধু বলে
রাখেঞছি হিয়ায়
এত লকের মাঝে শুধু
তকেই যে দেখায় রে বন্ধু।
মনের ঐ গলাপ কঁড়ি রাখেঞছি যতনে ।...
বুকের মাঝে গুমরে বন্ধু
ভালবাসার কথা
কবে টুকু বলব কথা
কবে পাব একা বন্ধু ।...
তর কথাই মনে পড়ে বন্ধু শয়নে স্বপনে ।...

চঞ্চল বাসুকি

মনোরঞ্জন মাহাতো

যেখানে খরায় পুড়ে ডাঁগা-ডহর-মাটি দরমরাদিনে হা-ভাত ঘরে পড়ে ভঁথায় গালে হাত, সেই পূর্ব ঝাড়খন্ডের প্রান্তসীমালগ্ন দক্ষিন-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়গোষ্ঠীসম্ভুত জনগোষ্ঠীর । এখানকার অসম প্রকৃতিতে অরণ্যলালিত আদিম জনগোষ্ঠীর দামাল ছেলেরা চরম দারিদ্র্য-অশিক্ষা-কুশিক্ষায়-অজ্ঞানতার অন্ধকারে ম্রিয়মান । বর্তমান তথাকথিত ভদ্র সমাজের অপরিচয়ের দুরত্বে রয়ে গেছে আজও । সরল-অনাড়ম্বর আদিম জীবনে শুধু আজন্ম লালিত ঝুমুর-টুসু-আহিরা-দাঁসায়-সোহরায়-জাওয়া-করম-বিহাগীতে এরা আজও আসর করে মাত। এরা একলব্য — গুহকের বংশধারা - অপরাধ প্রবণ জাতির লেবেল সাঁটা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক । আজ অস্তিত্বের সংকটে হতাশাদীর্ণ — বিলুপ্তির পথে ।

মনে পড়ে সেই ঐতিহাসিক ১৯৭৭ সাল । খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে পশ্চিমবাংলায় হলো এক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। প্রলেতারিয়েত জনগণতান্ত্রিক শক্তির জয় হলো ঘোষিত । বুর্জোয়া শক্তির হলো পরাজয় । বহু মূল্যবান 'হার' ফিরে পাবার আশায় ঘর দুয়ার — ভদর ভং রেখে ঢেঁকশালে দিল কুলুপ । দিকে দিকে মেহনতী মানুষের রাঙাজবার মালায় মহাকরণ থেকে অযোধ্যা পাহাড় হয়ে উঠলো লালে লাল ।

আজ তার তিরিশ বছর পূর্ণ হতে চলল । বহু আশা দিয়ে যে মানসী প্রতিমা গড়ে তুলেছিল দীর্ঘ সময়ের অপশাসনে প্রমোটাররাজের কবলে পড়ে চরম অপমানিত - শোষিত-বঞ্চিত- হয়ে শেষে নাক ফুলটাও হারায় দিল কলাবনীর বনে ।

বিগত তিরিশ বছরে শিল্পের সর্বনাসা (জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ানবাজী), শিক্ষায় -ভরাডুবি (ইংরাজী নিয়ে তুঘলকি, নোবেল চুরি, পবিত্র সরকারের ডিগ্রি চুরি, মার্কসীট কেলেঙ্কারী ইত্যাদি), স্বাস্থ্য পরিষেবা বেহাল, সামাজিক পরিস্থিতি ভয়াবহ - এই হলো একদিনের জনগণতান্ত্রিকবাবুদের সার্বিক অবদান । ভূমিসংস্কারের সুফল আজ কৃষক ও কৃষি উচ্ছেদে ব্যস্ত । জমির উর্দ্ধসীমা আইন তুলে দিতে তৎপর একদিনের মেহনতী সরকার । সালেম- সিপুত্রা-জিন্দাল-টাটা গোষ্ঠীর হাত ধরে চলবে কৃষি থেকে কৃষক উচ্ছেদ । উর্বর অনুর্বর জমি হবে অধিগ্রহণ । সর্বহারা হবে খেটে খাওয়া গ্রামীণ মানুষ, পুণর্বাসন-চাকুরী মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি । ক্ষতিপূরনের নামে চলবে স্বার্থান্বেষী সাম্রাজ্যবাদীদের উদরপুরণ । বিনা রঁধে খঁদ করার মানসিকতা পুষ্ট পোস্তবীচি খাওয়া সর্বহারার বন্ধুগণ আরামে আয়েসে পাঁচতারা হোটেলে

নারীদেহ নিয়ে করবে স্ফূর্তি । ধর্ষিতা হবে মা-বোন । পরজীবীরা লজ্জায় মুখ ঢাকবে।

ভূমি-সংস্কারের জুজু দেখিয়েই একটানা তিরিশ বছর ক্ষমতায়। এবার এলেন নগর সভ্যতায় পুষ্ট, বিপ্লবী কবির সুযোগ্য উত্তরাধিকারী । ইনি এবার গ্রাম থেকে শহরে যাবেন । করবেন কৃষি থেকে কৃষক উচ্ছেদ, সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দ্যাশ! ভাগ্যি গান্ধীজি-শাস্ত্রীজি বেঁচে নেই । নয়তো আর একটা স্বাধিকার রক্ষার লড়াই শুরু হয়ে যেত।

এই নিরিখে এবার ফিরে দেখা আলোচ্য অঞ্চল । আলোচ্য অঞ্চলের অর্থনীতি সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভর । জমি অনুর্বর - একফসলী, তাও আগাম ভরসা । মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা - সেচবিহীন ঝাড়গ্রাম মহকুমাকে সেচ এলাকা ঘোষনা । জমির পরচায় 'অত্রখতিয়ানের সমুদায় সম্পত্তি বিজ্ঞাপিত সেচ এলাকাভুক্ত' স্ট্যাম্প । দুঃখের সঙ্গে জানাই, দার্জিলিং-এর কার্শিয়াং বাদে সারা বাংলার সঙ্গে আলোচ্য অঞ্চলের জমির গুনগত মান (Productivity of the soil) কি এক? তাহলে ? আর এজন্যই বোধহয় এদিকে সরকারের লোলুপ দৃষ্টি । প্রচার মাধ্যমের দ্বারা জানতে পারছি এইসব অনুর্বর একফসলী জমির উপরই প্রথম শিল্পায়নের কোপটা পড়বে ।

এরসঙ্গে যোগ হয়েছে সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নয়া খাজনা আইন । সেচ এলাকা হিসেবে ডাবল রেটে আদায়ের জুলুমবাজী । কিন্তু বিনীতভাবে জানাই, আলোচ্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠী খুব ভালোভাবেই জানে - বিহার মজা বাজনা আর জমির মজা খাজনা । কিন্তু দরদী সরকারের কৌশলী প্রচারে বিভ্রান্ত আদিবাসী সুদসহ টাকা দেওয়ায় ঋণগ্রস্ত — খাজনা মুকুব । এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে যাচ্ছে একদিনের গাওলার কলংকিত নায়কের অবাধ বিচরনক্ষেত্র ছিল অধুনা ঝাড়খন্ড রাজ্য। এখানেও কি তারই পুনরাবৃত্তি.হবে? ইতিমধ্যে আলোচ্য অঞ্চলের ৬ নং জাতীয় সড়ক কেন্দ্রিক মা গুপ্তমনি ঘেষা আসছে জিন্দাল গোষ্ঠী । সজ্জন জিন্দাল এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করেও গেছেন ।

দরকার ৪৫০০ একর জমি । এলাকার ১০ টি মৌজার কৃষক হবেন বাস্তহারা সর্বহারা । আর একদিকে তারই ঠিক উত্তরে আসছে টাটা কোম্পানী । চলছে কৃষক ও কৃষি নিয়ে ছিনিমিনি । অব্যক্ত বেদনায় গুমরে মরছে আদিবাসী ও মুলবাসী। এর আগে হলদিয়া-কোলাঘাট-রাজারহাট দেখেছি । এবারে বারুইপুর, দমদম-ভাঙড়-ডানকুনি-হাওড়া হয়ে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রামের দিকে লোলুপ দৃষ্টি । তাহলে? সঠিক ক্ষতিপূরণ -পুনর্বাসন-কৃষির সঙ্গে যুক্ত কৃষি-শ্রমিক-ব্যবসাদার- কারিগর তাদের কি হবে? উচ্ছেদ হওয়া স্থানীয় কত পরিবার চাকরী পাবে এই শিল্পে? পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে তো ? সঠিক স্পষ্ট দিশা এখনও পর্যন্ত কিন্তু, গরীবের বন্ধু সরকার দেখাতে পারে নি। বাংলা ও ঝাড়খন্ডের সচিব স্তরে আলোচনা

চলছে। আতঙ্কিত সরলপ্রাণ ভুখা আদিবাসী ও মূলবাসী কৃষক।

আর এইভাবেই আজও সমাজে দু'টো শ্রেণী—শোযক-শাসিত/ধনী-গরীব সৃষ্টি করা হচ্ছে না কি? আবহমান কাল আলোচ্য অঞ্চল সস্তা শ্রমিকের দেশ—অজ্ঞ-মুর্খ। অরণ্যসংকুল অসম প্রকৃতি অনুর্বর। ভয় হয় অজ্ঞতা -অজ্ঞানতা আর অভাবের তাড়নায় দেহব্যবসায় নামতে বাধ্য করা হবে না তো ? মনে পড়ে-ধনীর দুলালদের জৈবিক কামনা পূরণ করতে মহুল রসে মন মাতিয়ে খোঁজ পড়ে আদিবাসী রমনীর। কাগজের শিরোনাম হয়। আর বোধহয় এইভাবেই একদিন আসামে - দার্জিলিং-এর চা- বাগানে, কোলকাতার পাতাল রেলে, কলে কারখানায় চালান যেতে বাধ্য হয় আদিবাসী। অনেক দুঃখে লোককবি গান বাঁধে —

'চল মিনি আসাম যাব, দেশে বড় দুঃখ রে ... ।' তাই এরা আজও নামাইলা। তাই প্রশ্ন, — এদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা কি মাননীয় সরকার বাহাদুর দিবেন ? যেখানে সদ্য অনুষ্ঠিত জাতীয় সংহতি সম্মেলনে সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চার মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর দৃপ্ত ঘোষনা-তপসিলি জাতি-উপজাতি-অনগ্রসর শ্রেণী, সংখ্যালঘু অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়নে সরকার দায়বদ্ধ থাকবে।

স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এর বহু আগে আমরা দেখেছি বিধান রায়ের দুর্গাপুর - আসানশোল। ভাবায় বৈ কি ? যেখানে অগনিত মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। আছে মানবাধিকার কমিশন। ঠুঁটো দেবতা না হয়ে একটু আগ বাড়িয়ে তৎপর হলে এই সব ভুখা আদিবাসী ও মূলবাসী জানে প্রানে বেঁচে যাবে। মনে পাবে নূতন ভাবে বাঁচার রসদ।

শুধু কি তাই, — মেহনতী মানুষের সরকার বারেবারে আদিবাসী উন্নয়নের টাকায় দিয়েছে হরির লুঠ, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকায় হচ্ছে মোচ্ছব। লোধা-শবর উন্নয়ন কাগুজে বাঘ। সংরক্ষণের কোটা পূরণে ব্যর্থ। সর্বশিক্ষা অভিযানের টাকায় চলে স্ফূর্তি। উন্নয়নের সফল রূপায়ণ ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিনপুর ২নং ব্লকের বেলপাহাড়ীর পাশে-কুচল্যা পাহাড়ী- মেড়াশুলি-খড় পাল মৌজায় সরকার স্বীকৃত জমি অধিগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও মঞ্জুরীকৃত আদিবাসী হাইস্কুলের উদ্বোধন হয় ঝাড়গ্রামের সেবায়তনের এক ভাড়া বাড়ীতে বর্তমান ঝাড়গ্রাম বিধায়কের কাঁদালে। দুর্ভাগ্য, উদ্বোধক আদিবাসী কল্যান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী - আর এক আদিবাসী। আর মনোবেদনায় গুম্‌রে করে বিনপুরের বর্তমান বিধায়ক — এক আদিবাসী।

সর্বোপরি মনে করি সেইসঙ্গে কৃষিকেন্দ্রিক এদের সংস্কৃতিও হবে বিপন্ন। গাঁ-গরাম-ধরম-করম-বড়াম-পাহাড়সিনি-কুন্দরাসিনী-গুপ্তমনিও আর পূজা পাবে না। একদিকে ভোগবাদী সভ্যতা আর একদিকে শিল্পায়ন — আজন্মলালিত সংস্কৃতি ও সভ্যতার হবে মুলোৎপাটন। ইতোমধ্যে ভাষা গেছে (অন্তত কুড়মিদের) কাল

সংস্কৃতিও যাবে । আমরা জানি সংস্কৃতি ছাড়া কোন সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না । উদ্বাস্তু সর্বহারা কৃষক কণ্ঠে হয়তো আর — 'হাথে লিব বুঁদিটি / কাঁধে লিব কদালটি / মনের মতন খায়োঁ লিব চুঁটিটি লহকে ধরব আইড় দু'টি শুনতে পাওয়া যাবে না । সমব্যথী কুলবধূর কণ্ঠেও হয়তো আর শোনা যাবে না — ' দেন দিদি ছইড়াঁয় খতটা বাড়ীনাময় লাগাঁয় দিব ভুত মুড়ি ধানটা । সকাল হলে জিজাঁয় যাবেক জলটা । কিংবা সেই মন-প্রাণ মাতানো গানের কলি — 'সরু সরু কানালি / ধান রুয়া গ করালি / পিয়াল পাকা দিব বল্যোঁ কই দিলি / কেঁদ পাকায় মামা দিদি গ, ভুলাঁই দিলি - শুনতে পাওয়া যাবে না । কৃষি বর্ষের শুরু আইখান যাত্রা , করম-জাওয়া-বাঁদনা মকরের সেই ইমেজ ও আমেজও আর মিলবে না । একেই তো আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদী সভ্যতায় পুষ্ট শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা গ্রামে ফিরে নাচতে লজ্জা বোধ করে । নিজের মা কে মা বলার মতন সৎ সাহস খোয়াচ্ছে তার ওপর একে মা মনসা তাই আবার ধূনার গন্ধ। কাজেই এদের সামনে আজ সুধীন দত্তের ভাষায় বলতেই হয়, — 'সংকীর্ন দিগন্তচক্র / অবলুপ্ত নিকট গগনে / পরিব্যাপ্ত পাংশুল সমতা / অবিশ্রান্ত অবিরল / বক্রধারা ঝরিছে সঘনে / হাঁকে বজ্র বিস্মৃত মমতা' / কাজেই সব ফুটুস্ ।

বিনীত ভাবে আরও জানাই — দীর্ঘ সংগ্রামের পর সাঁওতালী ভাষা আজ সংবিধানের অষ্টম তপশীলভুক্ত । কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেরকম দৃষ্টিনন্দন সদর্থক পদক্ষেপ দেখছি না । সাওতালী ভাষা শিক্ষার কার্যক্রম সদ্য চালু হলো পাশকুড়ায়, - ঝাড়গ্রাম-কাপগাড়ী বা শিলদায় নয় যেখানে সাঁওতালের ঘনবসতি । আজও সব প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ে এই ভাষা পঠন-পাঠনের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠলো না । কুড়মালি তো দূর অস্ত । বাঁকুড়ার রানিবাঁধে রাস্তা সংস্কারের নামে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ব্যানারে উচ্ছেদ হয় আদিবাসী । ঝাড়গ্রাম আদিবাসী মার্কেট চলে যাচ্ছে অন্ধকার জগতের দখলে । একদা পশ্চিমবাংলার মিনিচম্বলখ্যাত জাম্বনীতে ইকো-পার্ক নিয়ে চলছে খুনসুটি । মিনি চম্বলের একদিনের অবিসম্বাদিত সর্দারের গ্রাম চুটিয়ায়, বিনপুরের হাড়দা অঞ্চলে চলছে জমি নিয়ে জঘন্য রাজনৈতিক সংঘর্ষ । মারা যাচ্ছে — চালান যাচ্ছে আদিবাসী । প্রশাসন নির্বিকার । আমলাশোল তো সরকারের চরম লজ্জা । ভেলাইডিহা -সন্দাপাড়া অঞ্চলে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে স্তব্ধ হয়েছে উন্নয়ন । সমগ্র বেলপাহাড়ী এলাকা (বনাঞ্চল) আজ শিক্ষায় পিছিয়ে । সরকারী আন্তরিকতার অভাব আজ সর্বত্র পরিস্ফুট । মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী — 'হৃদয়ে হৃদয় যোগ করা / নয়তো কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হবে গানের পসরা ।' এখানেই তাই । প্রতিবাদী চিত্রকে অনৈতিকভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে । আজ সমগ্র বনাঞ্চল পুলিশি আতঙ্কে ভয়ে শিউরে ওঠে । সামান্য পাতা খসানোর শব্দে চাটুকার প্রশাসন সচকিত হয়ে উঠে । আর অবদমিত জাতিসত্তা নিরুপায় বিদ্রোহে কঁকিয়ে উঠে । তাই একদিন আওয়াজ তুলেছিল 'রাস্তা চাই না —

সংস্কৃতিও যাবে । আমরা জানি সংস্কৃতি ছাড়া কোন সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না । উদ্বাস্তু সর্বহারা কৃষক কণ্ঠে হয়তো আর — 'হাথে লিব বুঁদিটি / কাঁধে লিব কদালটি / মনের মতন খায়্যেঁ লিব চুঁটিটি লহকে ধরব আইড় দু'টি শুনতে পাওয়া যাবে না । সমব্যথী কুলবধূর কণ্ঠেও হয়তো আর শোনা যাবে না — ' দেন দিদি ছইড়াঁয় খতটা বাড়ীনাময় লাগাঁয় দিব ভূত মুড়ি ধানটা । সকাল হলে জিজাঁয় যাবেক জলটা । কিংবা সেই মন-প্রাণ মাতানো গানের কলি — 'সরু সরু কানালি / ধান রূয়া গ করালি / পিয়াল পাকা দিব বল্যেঁ কই দিলি / কেঁদ পাকায় মামা দিদি গ, ভুলাঁই দিলি - শুনতে পাওয়া যাবে না । কৃষি বর্ষের শুরু আইখান যাত্রা , করম-জাওয়া-বাঁদনা মকরের সেই ইমেজ ও আমেজও আর মিলবে না । একেই তো আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদী সভ্যতায় পুষ্ট শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা গ্রামে ফিরে নাচতে লজ্জা বোধ করে । নিজের মা কে মা বলার মতন সৎ সাহস খোয়াচ্ছে তার ওপর একে মা মনসা তাই আবার ধূনার গন্ধ। কাজেই এদের সামনে আজ সুধীন দত্তের ভাষায় বলতেই হয়, — 'সংকীর্ন দিগন্তচক্র / অবলুপ্ত নিকট গগনে / পরিব্যাপ্ত পাংশুল সমতা / অবিশ্রান্ত অবিরল / বক্রধারা ঝরিছে সঘনে / হাঁকে বজ্র বিস্মৃত মমতা' / কাজেই সব ফুটুস্ ।

বিনীত ভাবে আরও জানাই — দীর্ঘ সংগ্রামের পর সাঁওতালী ভাষা আজ সংবিধানের অষ্টম তপশীলভুক্ত । কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেরকম দৃষ্টিনন্দন সদর্থক পদক্ষেপ দেখছি না । সাওতালী ভাষা শিক্ষার কার্যক্রম সদ্য চালু হলো পাশকুড়ায়, - ঝাড়গ্রাম-কাপগাড়ী বা শিলদায় নয় যেখানে সাঁওতালের ঘনবসতি । আজও সব প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ে এই ভাষা পঠন-পাঠনের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে উঠলো না । কুড়মালি তো দূর অস্ত । বাঁকুড়ার রানিবাঁধে রাস্তা সংস্কারের নামে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ব্যানারে উচ্ছেদ হয় আদিবাসী । ঝাড়গ্রাম আদিবাসী মার্কেট চলে যাচ্ছে অন্ধকার জগতের দখলে । একদা পশ্চিমবাংলার মিনিচম্বলখ্যাত জাম্বনীতে ইকো-পার্ক নিয়ে চলছে খুনসুটি । মিনি চম্বলের একদিনের অবিসম্বাদিত সর্দারের গ্রাম চুটিয়ায়, বিনপুরের হাড়দা অঞ্চলে চলছে জমি নিয়ে জঘন্য রাজনৈতিক সংঘর্ষ । মারা যাচ্ছে — চালান যাচ্ছে আদিবাসী । প্রশাসন নির্বিকার । আমলাশোল তো সরকারের চরম লজ্জা । ভেলাইডিহা -সদ্দাপাড়া অঞ্চলে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে স্তব্ধ হয়েছে উন্নয়ন । সমগ্র বেলপাহাড়ী এলাকা (বনাঞ্চল) আজ শিক্ষায় পিছিয়ে । সরকারী আন্তরিকতার অভাব আজ সর্বত্র পরিস্ফুট । মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী — 'হৃদয়ে হৃদয় যোগ করা / নয়তো কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হবে গানের পসরা ।' এখানেই তাই । প্রতিবাদী চিত্রকে অনৈতিকভাবে স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে । আজ সমগ্র বনাঞ্চল পুলিশি আতঙ্কে ভয়ে শিউরে ওঠে । সামান্য পাতা খসানোর শব্দে চাটুকার প্রশাসন সচকিত হয়ে উঠে । আর অবদমিত জাতিসত্তা নিরুপায় বিদ্রোহে কঁকিয়ে উঠে । তাই একদিন আওয়াজ তুলেছিল 'রাস্তা চাই না —

চাই ভঁথায় বসে বাঁধার ঝালসহ একমুঠো দরার ভাত । চাই সু-স্বাস্থ্য-শিক্ষা-আর উজ্জ্বল পরমায়ু । আরও বলছে — 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।' অথচ মাননীয় মেহনতী মানুষের সরকার সচকিত তোষামদপ্রিয় প্রশাসন দিয়ে উন্নয়নের নামে জনসংযোগ সর্বোপরি পর্যটক টানার জন্য করছে বৃক্ষরোপন— দুর্গাপুর থেকে কাঁকড়াঝোর পর্যন্ত মোটর সাইকেল র‍্যালি । আজ প্রমোটাররাজ সরকারের মাথায় এটা কিছুতেই ঢুকছে না কেন যে, এভাবে অজ্ঞ-মুর্খ ভুখা আদিবাসীদের পেটের জ্বালা বা অন্তরের ব্যথা বোঝা যায় না, যাবেনা । গরীবেরা আজ ঘর থেকে বেরোতে ভয় পায় । বনে ঢুকতে ভয় পায় । যে জঙ্গল এদের জীবনসাথী—বাঁচার উপায়—আজ তাও বন্ধ । সৃষ্টি হচ্ছে আমলাশোল । আর এইভাবেই নাকি গ্রাম থেকে শহরের পথে আসবে উন্নয়ন । আমরা হবো শহুরে শিক্ষিত সভ্য বাবু । ধীরে ধীরে নাকি এইভাবেই সমাজের মূলস্রোতে মিশে যাবে এই ভুখা নামাইলারা ।

ঝুমুর গান

শ্রী মুরলী মিধ্যা

আমরা গরীব জাতি
কি যাতনায় দিন কাটি
আমরা জলে মাড়ে খাঞে থাকি সাঁঝে ।
এ দুঃখ জানাব কাকে ।...
আমরা ডেলি খাটি ডেলি খাছি
না খাটিলে উপাস থাকি
ছানাগার ঘুম ধরে নাই ভখে রাত কাটে ।...
নাইখে আমদের জমি বাড়ি
আমাদের ছিঁড়াছিঁড়ি পরেঞ দিন যাছে ।...
সব্অ পরব আইল গেল
মকর পরব পঁহচিল
জামা কিনে দিব কিসে ছানাগাকে ।
কাপড় কিনে দিব কিসে বহুটাকে ।...

তুমি চলে গেল

অসীম ভুই

তুমি চলি গেলি
মোকে ছাড়ি —
ব্যথার সাগরে চোখ ভাসাইনু মুঁই ।
বুঝনু তুমাকেই ভালা বাসোঁ ।
মেঘদুত মোর খবর নিকরি যাবে -
তুমি আকাশের দিকে চাহি শুনবো
'সে' বলবে মোর ভালা বাসাঁর কথা
তখন তুমি বুঝবা —
মোর কত কষ্ট হই থিলা ।

ভাঁটার টানে চলি গেল
মুঁই হই গেনু একলা
আজকে এদীপ জ্বল্‌লা নি
ভুবন সারা আঁধার ।
কালকে শিখার
আলো জালবো —
সউ আশায় দিন গুনবো
সকাল বিকাল সন্ধ্যা ।

তুমাকে দমে মনে পড়ে
মুঁই দীপ তুমি শিখা
কবে পামু তুমার দেখা —
মোর কপাট গড়ার বকুল গাছের তলায় ।

তুমি যেঠে থাও, ভালা থাও
মরবার, আগেই বলমু মুঁই
তুমাকেই ভালাবাসো
তুমি আরহ ঘুরি আসো ।।

সংস্কৃতি সংবাদ

একনিষ্ঠভাবে লোকসংস্কৃতি চর্চায় নিবেদিত একটি সংস্থা "পশ্চিমাঞ্চল লোকশিল্পী সংঘ" ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরিতোষ মাহাত ও অমিয় মাহাতর উদ্যোগে । ঝুমুর সংস্কৃতির অকুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ পশ্চিমাঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের বিশিষ্ট সংস্কৃতিপ্রিয় ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে এই সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন (২য়) অনুষ্ঠিত হল গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৫, শনিবার ঝাড়গ্রামের গড়শালবনিতে। সম্মেলনের প্রথম পর্বে সন্ধ্যা ৬টা থেকে চলে আলোচনা সভা । বিষয় ঃ "লোক-সংস্কৃতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ" । এই আলোচনায় অংশ নেন — লক্ষ্মীকান্ত মাহাত, বংশীবদন মাহাত, সমীর মাহাত, গণেশ পিরি, সুনীল মাহাত, চিন্ময় মাহাত, সুভাষ মাহাত, অমিয় মাহাত, পরিতোষ মাহাত, লক্ষ্মীরানী মাহাত এবং মানিক মাহাত।

সম্মেলনের ২য় পর্বে রাত ৯টা থেকে সারা রাত্রি ব্যাপী ঝুমুর গান পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ঝুমুরশিল্পী ও সাংবাদিক সমীর মাহাতোর সুদক্ষ পরিচালনার গুণে সর্বাঙ্গসুন্দর ও মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। ঝুমুর গানের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার হৃদয়ভরা ডালি নিয়ে যে সমস্ত শিল্পী অংশ নেন তাঁরা হলেন — লক্ষ্মীকান্ত মাহাত, গণেশ পিরি, রতন মাহাত, মুরলী মিধ্যা, দিবাকর মাহাত, শম্ভু পরামানিক, লক্ষ্মীরানী মাহাত, সমীর মাহাত, অণিমা মাহাত, ভবানী মাহাত, লালমোহন মাহাত, বৈদ্যনাথ সরেন, রীতা মাহাত, চন্দন শতপথী, শশধর রাণা, উত্তম মাহাত, তপন মাহাত, পরিতোষ মাহাত, মাঃ রবীন্দ্রনাথ মাহাত, স্বপন মাহাত, ভূষণ মান্না, গৌরী বেরা, নিমাই মাহাত, শিবু মাঝি, সমীর মাহাতো, সোনালী রায়, লক্ষ্মীরানী মাহাত । ধমসা, মাদল, ঢোল, জুড়ি-নাগড়া প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শিল্পী ছিলেন অশোক মাহাত, কৃষ্ণ মাহাত, হরেন মাহাত, পদ্মলোচন মাহাত, বনমালী মাহাত, জয়কৃষ্ণ মাহাত, সুবোধ পাত্র, ধীরেন রানা, লালটু মাহাত, বিশ্বজিৎ মাহাত, রাজু মাহাত (পানু) প্রমুখ । অর্গ্যানবাদক হিসেবে বাবুলাল মাহাত, দিবাকর মাহাত, সর্বেশ্বর মাহাত ও সমীর মাহাত উপস্থিত দর্শকদের সপ্রশংস অভিনন্দন লাভ করেন। উল্লেখ্য, এই সংস্থার এই সম্মেলনে প্রায় তিন হাজার মতো জনসমাগম ঘটে। গড়শালবনির দুর্গা ময়দান সেদিন প্রকৃত অর্থেই মেলার রূপ নেয়।

পত্রালি

(১)

লিটল ম্যাগাজিন প্রাপ্তি আমার কাছে অপ্রত্যাশিত আনন্দ প্রাপ্তি । প্রথম সংখ্যার কবিতার অংশ কিছুটা দুর্বল । কিন্তু প্রবন্ধ অংশ বেশ সমৃদ্ধ, তথ্যপূর্ণ। আপনার 'টুসুগীতে ফুল পাতানো', বা সজল বাবুর 'বাঁকুড়া জেলার ভাদু পূজা ও ভাদু গান', বা নেতুরা গ্রামে ভাদু পূজা' (অমিত গিরি), কিংবা 'কালুয়া ষাঁড়ের পূজা' (গৌতম মাহাত), এমন কি আপনার 'প্রবাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা' যথাসম্ভব নতুনত্বে ভরা ও তৃপ্তিকর ।

আমার মনে হয়, আপনার পত্রিকায় ঠিক এ ধরণের প্রবন্ধ রাখুন । নিদেনপক্ষে কেবল আঞ্চলিক ভাষার কবিতা ছাপুন । বিশিষ্টতা আসবে । পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি চাই ।

প্রভাত মিশ্র
শিবম্ অ্যাপার্টমেন্ট, মেদিনীপুর
১৮-০৬-২০০৫

(২)

তোমার 'অরণ্যলোক' পেয়েছি । নিপুণ প্রচ্ছদে মন্ডিত । প্রতিটি লেখা ভালো লেগেছে । তোমার লেখার বিষয়গুলি যেমন উপযোগী তেমনি পরিবেশনের ঢংটিও ভালো লাগল । একটা কথা বলতে ভাল লাগছে তোমার কাজটি মহৎ । তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলছি অরণ্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অরণ্যবাসী শিল্পীদের চিনিয়ে দেওয়ার জন্য যে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছ তা আরো সফল হোক এবং অরণ্যলোকের শ্রীবৃদ্ধি হোক— এই কামনা করি । শুভেচ্ছান্তে —

প্রভাসদা
রাজনওয়াগড় :: পুরুলিয়া

(৩)

আপনার সম্পাদিত 'অরণ্যলোক' পড়লাম খুব ভালো লাগল। সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে কুর্মি ভাষার মতো একটি আঞ্চলিক ভাষাও যে কতটা অগ্রসর হতে পারে দেখে ভালো লাগল ।

পৌলোমী মাহাতো
রানীগঞ্জ :: বর্ধমান

(৪)

আমি আপনার সম্পাদিত 'অরণ্যলোক' পত্রিকা পড়েছি । খুব ভালো লেগেছে ।

শ্রী শুভেন্দু দোলাই
টুরোপাড়া :: পশ্চিম মেদিনীপুর